দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 02 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5

দেশ-জাতি-রাষ্ট্র

আল-আমীন

শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে, তিনি দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের কথা বলতে গিয়ে ১৪ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসার ভূমিকাও উল্লেখ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম গত ২৫ মে বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রচলনে আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সম্পর্কিত বিল শীঘ্রই সংসদে উত্থাপিত হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম মনির '১৯৯০ সাল হতে ৬ হতে ১০ বছর বয়স্ক সকল বালক-বালিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা' সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের উপরই চলছিল। জনাব মনি তার প্রস্তাবের সমর্থনে বলছিলেন যে, ১৯৭০ সালে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২১ ভাগ, এখন ১৭·৭ ভাগ। ১৯৫১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৬ লক্ষ, এখন ৯ কোটি। দেশে বর্তমানে ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০ হাজার শিক্ষকের পদখালি। শতকরা ৭৫ ভাগ স্কুলঘর বর্ষায় এবং শতকরা ৩০ ভাগ সারাবছর থাকে ব্যবহারের অযোগ্য ইত্যাদি। এরই জবাবে ভাষণ দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী অকপটে স্বীকার করেছেন যে, অনেক সময় চলে গেলেও আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধন করতে পারিনি। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেও জানান। তিনি জানান যে, বর্তমানে ৩৭ হাজার সরকারী ও ৭২২১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪ হাজার এবতেদায়ী ও আড়াই হাজার কিণ্ডার গার্টেনের মাধ্যমে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। তিনি আরও জানান যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামে ৪৮০০, পৌর এলাকায় ৩৫৬ ও মহানগর এলাকায় ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কর্মসূচী নেওয়া।

অবশ্যই একে উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ বলতে হয়। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করলেও উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসাকেও আনা হয়নি। ৫৩৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি অন্ততঃ কিছুসংখ্যক এবতেদায়ী মাদ্রাসাকেও নেয়া হলে এ শিক্ষার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এত প্রকট হয়ে ধরা পড়ত না। তবুও এবতেদায়ী মাদ্রাসা যে প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এ স্বীকৃতি দানের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। অবশ্য বিভিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, এবতেদায়ী মাদ্রাসায় পড়া-লেখার মান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইতে নীচু তো নয়ই বরং উঁচু।

নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদেরই অনন্য অবদান। এ মাদ্রাসা খোলার অনুমতি দেওয়ার পর এককালীন সামান্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছিল সে ধারা যদি অব্যাহত থাকত তবে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই এই শিক্ষাধারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। ক্রমে কমিয়ে আনা হয় অনুদানের অর্থের পরিমাণ, প্রথম বছর ৮৫০০, দ্বিতীয় বছর ৫,০০০ হাজার এবং তৃতীয় বছর মাত্র ৩,০০০ হাজার টাকা করে লাভ করে এক একটি মাদ্রাসা।

শুধু টাকার অংকের দিক দিয়েই নয়, অনুদানের তালিকা থেকে মাদ্রাসার নামও বাদ দেয়া হতে থাকে এবং ১২ হাজার থেকে তার সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র ৩ থেকে ৪ হাজারে। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার যেখানে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনে অঙ্গীকারাবদ্ধ সেখানে এই ক্রম সংকোচনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পরোক্ষ তৎপরতা কারা, কি উদ্দেশ্যে চালিয়েছিল, সেই মহলটির স্বরূপ উদঘাটন করা দরকার, তাদের চিহ্নিত করা দরকার। আমরা মনে করি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উদ্যোগী হলে এই কুচক্রীদের নাগাল পেতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

দেশে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন সবার একান্তভাবে কাম্য হলেও আমাদের মতো গরীব দেশের জন্য অবশ্যই তা সহজ নয়। এজন্য কত লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং কত লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন হিসেবে করলে তার অংক অতি সহজেই বের করা সম্ভব। কিন্তু অতি সহজে এত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং শিক্ষক নিয়োগ করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক। এবতেদায়ী মাদ্রাসা ছিল এমনি একটি স্বতঃস্ফূর্ত বেসরকারী উদ্যোগ। একটু সরকারী আনুকূল্য লাভের আশ্বাসেই দু'বছরে গ্রামে-গঞ্জে প্রায় বিশ হাজার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। আর এর পেছনে ধর্মীয় অনুভূতির অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা ছিল তা অনায়াসেই বুঝা যায়। কিসে ধর্মীয় অনুভূতি, তা যারা এবতেদায়ী মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তারা ভালভাবেই জানেন। তবু আমরা সামান্য ইঙ্গিত দিচ্ছি বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য। শহুরে অতি আধুনিকদের কথা বাদ দিলে গ্রাম-বাংলার মানুষ এখনও অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। তারা চান, তাদের ছেলে-মেয়েরা অন্ততঃ কুরআন তিলাওয়াত এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষাটুকু লাভ করুক। এজন্য তারা বাড়ীতে ওস্তাদজীকে রেখে বা গ্রামে ফোরকানিয়া, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে এই শিক্ষাদানের ধারা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু যাদের ছেলেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় তাদের জন্য একটা সমস্যা দাঁড়ায়। মক্তবের ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই প্রাইমারী স্কুলের ক্লাস আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে অনেকের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মক্তবের পড়াটা আর হয়ে উঠে না। এই পেক্ষাপটে এবতেদায়ী মাদ্রাসা এলো তাদের জন্য এক মহাসুযোগ নিয়ে। মক্তবের কুরআন তিলাওয়াত ও প্রাথমিক ইসলামী তালিম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজী, অংক একই সাথে প্রয়োজনীয় এই দুই বিদ্যা তোহফা নিয়ে দ্বারে হাজির হন এবতেদায়ী মাদ্রাসা নামে এক নবতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভিভাবকরা এই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী দেখে আনন্দিত হলেন। ওদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যথেষ্ট অভাব তো ছিলই। তাই স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ধুম পড়ে গেল। অল্প দিনের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অনুদান বন্ধ, মঞ্জুরী বন্ধের আঘাতে সেই স্বতঃস্ফূর্ত ধারা স্তব্ধ হয়ে গেল।

ভাববার বিষয় যে, একটা এবতেদায়ী মাদ্রাসায় যেখানে ৫ জন শিক্ষক সেখানে বছরে যদি মাত্র তিন হাজার বা চার হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয় তবে একজন শিক্ষক মাসে ক'টাকা পান। আর এই বছরান্তে এই কয়টি টাকা তা উপজেলার বিভিন্ন অফিস থেকে রাজধানীর মাদ্রাসা বোর্ড, ডিজি অফিস পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি, সেলামী ইত্যাদি দিতে দিতে শেষপর্যন্ত সেই শিক্ষকদের ভাগে কয় পয়সা থাকে। তবু আশায় মানুষ খাটে, সুদিনের প্রতিক্ষায় দুঃসহ যন্ত্রণাও সহ্য করে যায়। এবতেদায়ীর শিক্ষকরাও তাই করে যাচ্ছিল। কিন্তু গত বছর তাদের যে টাকা পাওয়ার কথা ছিল তা যখন অন্যদিকে চলে গেল এবং এ বছরও যখন অবস্থা তথৈবচ তখন আর তারা ভরসা করে থাকবে কিসের উপরে? ঠিক এমনি এক নিরাশার আঁধারে শিক্ষামন্ত্রীর সংসদে প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে যেন একটু আশার আলোর ঝলকানি পরিলক্ষিত হল। ইতোমধ্যে এবতেদায়ী মাদ্রাসা মঞ্জুরী দানের উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করার দ্বারা এ আলো আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইন প্রণীত হতে যাচ্ছে। এ সম্পর্কিত বিল শীঘ্রই সংসদে উত্থাপিত হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেছেন— একে সফল করে তুলতে হলে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এবতেদায়ী মাদ্রাসা, তার শিক্ষকদের প্রতিও নজর দিতে হবে। এর উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেখানে ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের পেছনে সরকার বছরে ২২ টাকা ব্যয় করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের পেছনে যেখানে সরকার ১৮ টাকা ব্যয় করেন সেখানে একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রের পেছনে কত ব্যয় করা ইনসাফের দাবী তা অবশ্যই ভেবে দেখা প্রয়োজন। এ মাদ্রাসাগুলোও সমমানের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছেলেগুলোও এ দেশেরই নাগরিক, এ দেশেরই সন্তান তাই জাতীয় স্বার্থে এদের দিকে নজর দিতে হবে। আমরা আশা করবো এদের সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তা করবেন।